যুগান্তর

তারিখ 05 DEC 2016
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

### মাউশির তদন্ত প্রতিবেদন

# পুলিশের বাড়াবাড়ি ছিল ফুলবাড়িয়ায়

**মুসতাক আহমদ**

ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া কলেজের ঘটনায় পুলিশের বাড়াবাড়ি ছিল। পুলিশ ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণ করলে দুর্ঘটনা এড়ানো যেত। এ ঘটনার দায় কলেজের গভর্নিং বডির সভাপতি ও স্থানীয় এমপি মোসলেম উদ্দিন এবং অধ্যক্ষ নাসিরউদ্দিন খান এড়াতে পারেন না। মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদফতরের (মাউশি) তদন্ত কমিটির প্রতিবেদনে এসব কথা বলা হয়েছে। রোববার রাতে এই প্রতিবেদন মাউশির মহাপরিচালকের কাছে দাখিল করা হয়েছে। মাউশির মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান এসব তথ্য নিশ্চিত করেছেন।

এদিকে অভিযোগ উঠেছে, ময়মনসিংহের ফুলবাড়িয়া কলেজে ক্ষোভের আগুন আগেই জ্বালিয়ে রেখেছিল মাউশি। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের বিভিন্ন স্থানের ৭টি কলেজ জাতীয়করণের ঘোষণা দিয়েছিলেন। সে অনুযায়ী গত বছরের শেষের দিকে মাউশির কমিটি ৭টি কলেজই পরিদর্শন করে। কিন্তু এর মধ্যে ফুলবাড়িয়া কলেজের পরিদর্শন প্রতিবেদন ছাড়া বাকি ৬টি বিবেচনার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়। মাউশির তৎকালীন প্রশাসনের মৌখিক নির্দেশে ফুলবাড়িয়া কলেজের প্রতিবেদন মন্ত্রণালয়ে পাঠানো হয়নি। সংশ্লিষ্টরা বলছেন, ওই প্রতিবেদন পাঠানো হলে কলেজটি প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির তালিকায় কলেজ হিসেবে জাতীয়করণ হয়ে যেত। ফলে এ ধরনের দুর্ঘটনার উদ্ভব হতো না।

এসব বিষয়ে মাউশি মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. এসএম ওয়াহিদুজ্জামান রোববার রাতে যুগান্তরকে বলেন, 'তদন্ত কমিটির প্রতিবেদন পেয়েছি। এটি বিস্তারিত পড়ে দেখা সম্ভব হয়নি। এখন এটি বিবেচনার জন্য আমরা মাননীয় শিক্ষামন্ত্রীর কাছে পাঠাব।' তিনি বলেন, 'প্রতিবেদনে ঘটনার পর্যালোচনা, পর্যবেক্ষণ, মন্তব্য ইত্যাদি আছে। এতে কোনো সুপারিশ নেই। আমরা সুপারিশসহ তা মন্ত্রণালয়ে ফরওয়ার্ড করব।' এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির পরিপ্রেক্ষিতে ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণের লক্ষ্যে পরিদর্শন হয়েছে কিনা বা এ ■ পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৪

## পুলিশের বাড়াবাড়ি ছিল ফুলবাড়িয়ায়

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রতিবেদন কেন শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের জন্য তৎকালীন প্রশাসন পাঠায়নি, তা আমার জানা নেই।' আগের প্রশাসনে বর্তমান অধ্যাপক জামান পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন। ফুলবাড়িয়া ডিগ্রি কলেজ জাতীয়করণের ইস্যুতে ২৭ নভেম্বর আন্দোলনকারীদের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। ওই ঘটনায় কলেজের উদ্ভিদ বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক আবুল কালাম আজাদসহ এক পথচারীর মৃত্যু হয়। এ ঘটনায় পরদিন ২৮ নভেম্বর শিক্ষামন্ত্রী তদন্ত কমিটি গঠনের নির্দেশ দেন। সে অনুযায়ী মাউশি পরিচালক (প্রশাসন ও কলেজ) অধ্যাপক মোহাম্মদ শামসুল হুদাকে প্রধান করে তিন সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়। ওই কমিটিতে সদস্য হিসেবে আছেন মাউশির ময়মনসিংহ অঞ্চলের পরিচালক অধ্যাপক আবদুল মোতালেব ও উপ-পরিচালক আবদুল খালেক। তদন্ত প্রতিবেদন সম্পর্কে জানতে চাইলে কমিটির সদস্য আবদুল মোতালেব রোববার বিকালে বলেন, আমরা তদন্ত কাজ শেষে প্রতিবেদন লেখার কাজ করছি। আজকেই (রোববার) প্রতিবেদন দাখিল করা হবে। প্রতিবেদনে কী আছে সে সম্পর্কে জানাতে অপারগতা প্রকাশ করেন তিনি। তবে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানিয়েছে, প্রতিবেদনে ২৭ নভেম্বরের ঘটনায় পুলিশের বাড়াবাড়িকে দায়ী করে বলা হয়, রীতি অনুযায়ী ধৈর্যের সঙ্গে পরিস্থিতি মোকাবেলা করলে ঘটনা বড় আকার ধারণ করত না। এতে কলেজ জাতীয়করণের দাবির পূর্বাপর, প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতি, শিক্ষকদের অসন্তোষের বিপরীতে অধ্যক্ষের অনিচ্ছা, অধ্যক্ষের চাকরির মেয়াদ শেষ হওয়া সত্ত্বেও ৪ বছর ধরে চেয়ার আঁকড়ে থাকা এবং আরও এক বছরের জন্য চুক্তিভিত্তিক নিয়োগ নেয়াসহ নানা তথ্য স্থান পেয়েছে। প্রতিবেদনে এ ঘটনার জন্য কলেজের সভাপতি ও স্থানীয় এমপি মোসলেম উদ্দিন এবং অধ্যক্ষ নাসিরউদ্দিন খানের ভূমিকায় অসন্তোষ প্রকাশ করা হয়েছে। বলা হয়েছে, তাদের ভূমিকা সন্তোষজনক ছিল না। তারা এ ঘটনার দায় এড়াতে পারেন না। তবে তাদের ব্যাপারে কোনো পদক্ষেপ নেয়ার সুপারিশ করা হয়নি। কমিটি কেবল তথ্যানুসন্ধানের দায়িত্বপ্রাপ্ত হওয়ায় সুপারিশ করেনি বলে জানা গেছে। এ প্রসঙ্গে জানতে চাইলে অধ্যক্ষ নাসিরউদ্দিন খান জানান, তিনি অক্টোবর থেকে ছুটিতে আছেন। এ ঘটনা সম্পর্কে তিনি কিছুই জানতেন না। তদন্ত কমিটিও তার সঙ্গে কোনো কথা বলেনি। এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, ২০১২ সালে তার নিয়মিত চাকরির মেয়াদ শেষ হয়। ২০১৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত তিনি পুনঃনিয়োগ পেয়েছেন। আরেক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর প্রতিশ্রুতির পর মাউশির টিম প্রায় বছরখানেক আগে কলেজ পরিদর্শন করেছে। ওই পরিদর্শন প্রতিবেদনের কী হয়েছে তা তিনি জানেন না।